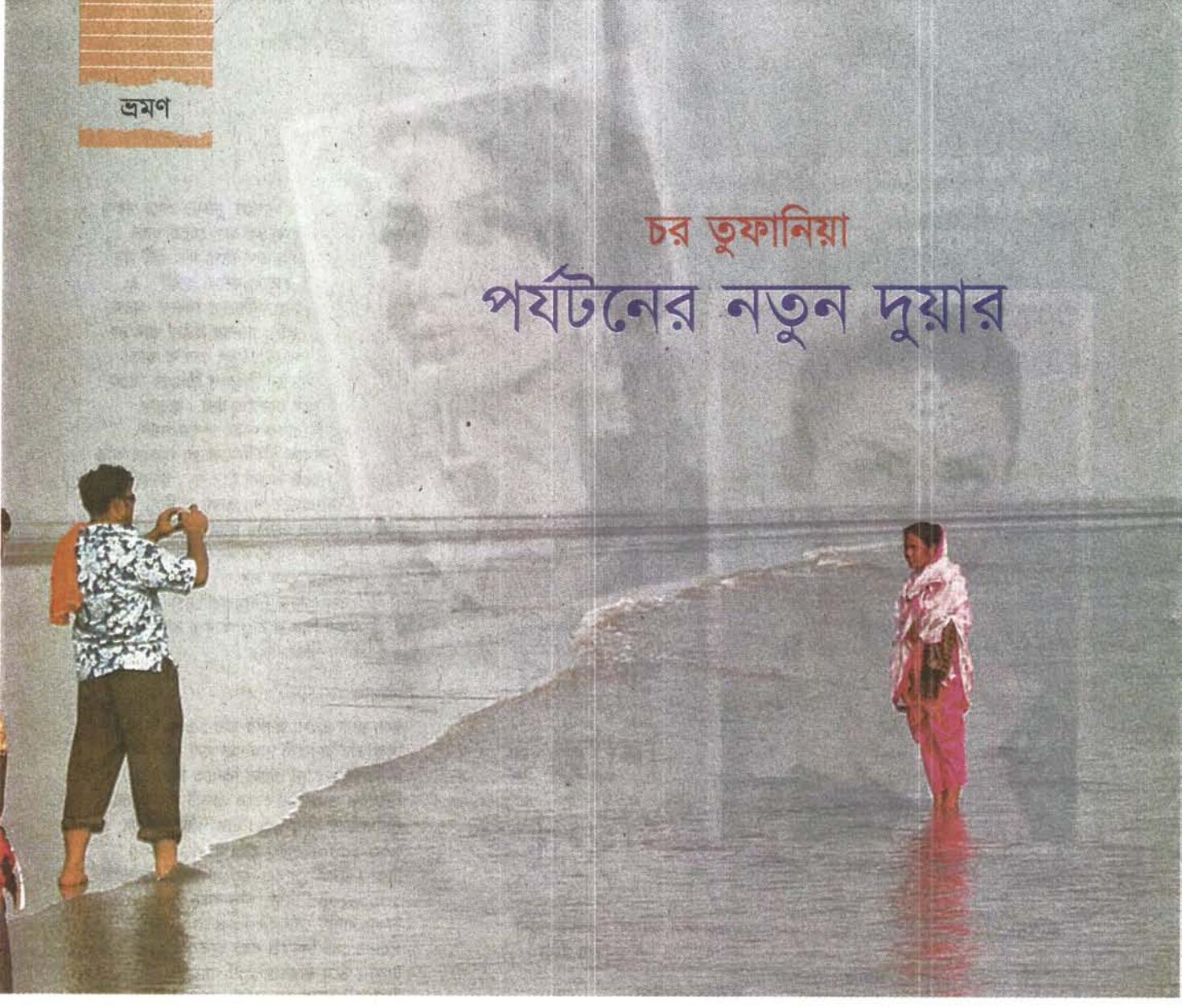

চর তুফানিয়া
পর্যটনের নতুন দুয়ার

● শংকর লাল দাশ

দেশের পর্যটন শিল্পের নতুন এক সম্ভাবনার আলো দেখাচ্ছে চর তুফানিয়া। বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে জেগে ওঠা এই দ্বীপ ইতিমধ্যে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যারা একই সঙ্গে সমুদ্রের বিশালতা, আছড়ে পড়া উঁচু ঢেউ, সবুজ প্রকৃতি, লাল কাঁকড়া, জেলেদের বৈচিত্র্যময় সংগ্রামী জীবন, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তসহ প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুভব করতে চান, সেই পর্যটকদের কাছে চর তুফানিয়া এক আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। প্রতিবছরই শীত মওসুমে বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা। কুয়াকাটা কিংবা সোনার চরে যারা বেড়াতে যান তাদের অনেকেই এখন সময় পেলে ঢুঁ মারেন চর তুফানিয়ায়। তবে বিপুলসংখ্যক পর্যটকের উপস্থিতিতে আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় দ্বীপটির অন্যতম সম্পদ লাল কাঁকড়ার আবাসভূমি বেশ হুমকির মুখে পড়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় এই দ্বীপের লাল কাঁকড়ার বিচরণভূমিকে অবিলম্বে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা উচিত। এতে একদিকে নিরাপদ থাকবে লাল কাঁকড়ার আবাসভূমি, অপরদিকে এই দ্বীপের নির্ধারিত স্থানগুলোয় পর্যটকদের ভ্রমণের অপার সুযোগ সৃষ্টি হবে, এমনটা মনে করেন সেখান থেকে বেড়িয়ে আসা পর্যটকদের অনেকেই। এছাড়া চর তুফানিয়াকে অবিলম্বে পর্যটন করপোরেশনের আওতায় নিয়ে পরিকল্পিত পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন অনেকে।

চর তুফানিয়ার অবস্থান : চর তুফানিয়ার অবস্থান পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণতম প্রান্তে। এর দক্ষিণে আর কোনো দ্বীপ নেই। জেলা শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় দেড়শ কিলোমিটার। কুয়াকাটা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। আর রাঙ্গাবালী উপজেলা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের বুকে এই দ্বীপ।

যেভাবে নামকরণ : পটুয়াখালী জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে চর ও দ্বীপের সংখ্যা শতাধিক। বেশির ভাগেরই নামকরণ করেছেন সমুদ্রগামী জেলেরা। বন বিভাগও কিছু দ্বীপের নামকরণ করেছে। দ্বীপটি জেগে উঠেছে আনুমানিক ৭০-৮০ বছর আগে। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ সর্বদাই আছড়ে পড়ে এ দ্বীপের তটে। স্থানীয় জেলেদের কাছে ঢেউয়ের আরেক নাম তুফান। তাই জেলেরা এর নামকরণ করেছেন চর তুফানিয়া। ১৯৯৮ সালে কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রে উন্নীত হওয়ার পর চর তুফানিয়ায় পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ে। দ্বীপটিতে লাল কাঁকড়ার নিরাপদ আবাসভূমি লক্ষ্য করে ১৯৮০-৮১ সালের

দিকে পর্যটকরা এটির নতুন নামকরণ করেন 'ক্র্যাবল্যান্ড' নামে। এ নামটিও এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে সরকারি কাগজপত্রে এটি এখনো চর তুফানিয়া।

দ্বীপটির নানান আকর্ষণ : চর তুফানিয়া দ্বীপের মূল বাসিন্দা লাল কাঁকড়া। এদের উপস্থিতিতে সমুদ্রের রূপালি সৈকত রক্তিম হয়ে ওঠে। মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই ছুটতে থাকে লাল কাঁকড়াগুলো। দ্রুত আশ্রয় নেয় গর্তে, আবার অনেক কাঁকড়া ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজেদের বালু দিয়ে আড়াল করতে। ওরা চলার পথে বালুর বুকে রেখে যায় চমৎকার দৃশ্যকল্প। দ্বীপটিতে সারা বছর হাজার হাজার জেলে মাছ ধরার জন্য নোঙর করে। জেলেদের বিচিত্র কর্মযজ্ঞ দ্বীপটিতে মানবিক সৌন্দর্যের বিভা ছড়ায়। আয়তন প্রায় দু হাজার একর। বন বিভাগ সত্তর-আশির দশকে দু দফায় পাঁচশ একরেরও বেশি জমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন গড়ে তুলেছে। বনাঞ্চলটি যেমন দর্শনীয়, তেমনি এতে আশ্রয় নিয়েছে বুনো গরু-মোষ, শিয়াল, শূকরসহ নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণী। এ দ্বীপে রয়েছে প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত, যেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যাবে। নির্জন সবুজ প্রান্তরে সাগরের গর্জন উপভোগ করতে চাইলে একবার চর তুফানিয়ায় যেতেই হবে।

যেভাবে যাবেন : কুয়াকাটা থেকে চর তুফানিয়া যেতে ভাড়ায়চালিত স্পিডবোট এবং ইঞ্জিনচালিত নৌকা বা ট্রলার দুটোই মিলবে। স্পিডবোটে খরচ পড়বে জনপ্রতি আটশ থেকে এক হাজার টাকা। ট্রলারে ভাড়া মাত্র ৫০ থেকে একশ টাকা। রাঙ্গাবালী থেকেও একইভাবে যাওয়া যাবে। তবে সেখানে রাত কাটানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। ইদানীং পর্যটকরা দল বেঁধে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাচ্ছেন এখানে।

সতর্কতা : চর তুফানিয়া ভ্রমণে সব সময় কয়েকটি ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। সাঁতার না-জানাদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে। বর্ষায় সেখানে সাহসীরা, বিশেষ করে সমুদ্রকে যারা ভয় পান না, কেবল তারাই যাবেন। শীতে সাগর শান্ত হয়ে পড়ে। চর তুফানিয়া ভ্রমণের সেটিই সবচেয়ে ভালো সময়। এ সময় অতিথি পাখিদেরও দেখা মিলবে। সঙ্গে অবশ্যই সাহসী গাইড নিয়ে যাবেন। কুয়াকাটায় ট্যুরিস্ট ক্লাব রয়েছে, প্রয়োজনে তাদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

পটুয়াখালী বন বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, চর তুফানিয়াকে পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দ্বীপটি বাংলাদেশের পর্যটন খাতে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। ■

চর তুফানিয়া– সাগরে একখণ্ড সবুজ বন